অচেনা অতিথি

একটি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন

(পুস্তক সংস্করণ + ইন্টারনেট/অনলাইন সংস্করণ)

ফাল্গুন সংখ্যা-১৪৩২ ঃঃ ফেব্রুয়ারি ও মার্চ -২০২৬

শিবরাত্রি ব্রত ও পূজা এবং দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের নিবেদন

REGISTERED OFFICE
Sital Daskarmakar
Proprietor / Editor - Achena Atithi
Ajuria, P.O.- Palashpai
Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721146
West Bengal
Govt. Trade Registration No.- 427

পরিচালক-শীতল দাসকর্মকার
Telephone Number : 9679856633
Whats App Number : 9679856633
E-mail : achenaatithimagazine@gmail.com
Website : www.achenaatithi.com
ইন্টারনেট (অনলাইন) সংস্করণ ঃ
www.achenaatithi.com

বিঃদ্রঃ- এই ম্যাগাজিনটি অচেনা অতিথির ওয়েবসাইটের মাধ্যমেও প্রচারিত।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন

(কয়েকজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে এই সংখ্যা প্রকাশিত ও প্রচারিত)

ফাল্গুন সংখ্যা - ১৪৩২

—ঃ সূচিপত্র ঃ—

১। ফাল্গুন সংখ্যা- ১৪৩২	অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের নিবেদন	০১
২। সূচিপত্র	ফাল্গুন সংখ্যা - ১৪৩২	০২
৩। শ্রদ্ধাঞ্জলী	অচেনা অতিথি ম্যাগাজিনের	০৩
৪। সম্পাদকীয়	সম্পাদকের কলমে	০৩
৫। পাঠকের মতামত	পাঠকের কলমে	০৩
৬। রাশিফল	নক্ষত্রপথিক	০৪
	ছড়া	
৭। বোকারাম, জোরদার	অতসী নাথ রায়	০৭
	কবিতা	
৮। অকৃত্রিম আনন্দ সংগীত, on behalf of honourable Farewell	উদয় মণ্ডল	০৫
৯। নিকুম্ভলার মহারণে কোষাঘাত	ইন্দ্রনাথ দাস	০৬
১০। স্বপ্নে তুমি এলে	বিশ্বজিৎ ঘোষ	০৭
১১। সপ্তডিংগায়	সত্যনারায়ন সৎপথী	২০
১২। লালকার্ড	দ্বিজেন দাস	২০
	পুরাণকথা	
১৩। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ	শিবনকুমার ঘোষ	০৮
	প্রবন্ধ	
১৪। লোকশিল্প :ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্প	নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯
	সাক্ষাৎকার	
১৫। কবি কৌশিক গোস্বামী	অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে	১৭-১৮
	গল্প	
১৬। প্রপোজ	সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়	০৯-১৪
১৭। চরিত্রহীন	দীপ্তি রানী দত্ত	১৫-১৬

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

ॐ
শ্রদ্ধাঞ্জলি

যারা আমাদের মাঝ থেকে নীরবে বিদায় নিয়েছেন, তারা কখনও সত্যিকারের অনুপস্থিত নন। তাদের চিন্তা, শব্দ ও সৃষ্টির উষ্ণতা আজও আমাদের পথ আলোকিত করে। 'অচেনা অতিথি' গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সেই সব সাহিত্যস্রষ্টা, প্রিয় লেখক-লেখিকা ও বিশ্বস্ত পাঠকদের, যাদের অবদান আমাদের যাত্রাকে অর্থবহ করেছে। তাদের লেখা ও ভালবাসা আমাদের পাতায় আজও জীবন্ত। স্মরণেই তারা ফিরে আসেন— সৃষ্টিতে, অনুভবে, আলোয়। সকলের প্রতি আমাদের বিনম্র প্রণাম।

সম্পাদকীয়

ফাল্গুন আসে রঙিন হাওয়া নিয়ে- শব্দে শব্দে জাগিয়ে তোলে নতুন অনুভব। এই মাসে প্রকৃতি যেমন নিজেকে সাজায়, তেমনি মানুষের মনও ছুঁতে চায় অচেনা স্বপ্নের দিক। প্রেম, সৃজন আর মুক্ত চিন্তার এক নীরব উৎসব ফাল্গুন।

'অচেনা অতিথি'-র এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে সেই সব লেখা, যেখানে বসন্ত শুধু ঋতু নয়— একটি অবস্থান, একটি অনুভূতি। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে ধরা পড়েছে জীবনের উজ্জ্বলতা, প্রশ্ন আর আশার রেখা।

এই ফাল্গুনে আমাদের বিশ্বাস— লেখা হোক আরও সাহসী, আরও মানবিক। পাঠক ও লেখকের যৌথ ভালবাসায় এই সংখ্যাটি আপনাদের কাছে পৌঁছাক- এই আমাদের প্রত্যাশা।

— সম্পাদক, অচেনা অতিথি

পাঠকের মতামত

পাঠকের কলমে

প্রিয় সম্পাদক,

মাঘ সংখ্যার 'অচেনা অতিথি' পড়ে পাঠক হিসাবে গভীর তৃপ্তি পেয়েছি। শীতের নিস্তব্ধতার মধ্যে লেখাগুলির সংযত আবেগ ও ভাবনার গভীরতা মনকে স্পর্শ করেছে। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ- সব মিলিয়ে সংখ্যাটি ছিল পরিমিত ও সুসংগঠিত। এমন মননশীল, সাহিত্য পরিবেশনের জন্য আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 'অচেনা অতিথি' ভবিষ্যতেও এই সাহিত্যপথে অবিচল থাকুক। ইতি— রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষপুর, কলকাতা

(একজন নিয়মিত পাঠক)

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

রাশিফল

নক্ষত্রপথিক

ফাল্গুন মাসের সাম্ভাব্য রাশিফল

(গ্রহ ও নক্ষত্রভিত্তিক সংক্ষিপ্ত সতর্কীকরণসহ)

মেষ ঃ কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে। গ্রহগত প্রভাবে আবেগ সংযত রাখা প্রয়োজন। ভেবে সিদ্ধান্ত নিন।

বৃষ ঃ অর্থব্যয়ে সংযম জরুরি। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ধৈর্য ধরলে সুফল মিলবে।

মিথুন ঃ যোগাযোগ ও লেখালেখিতে সাফল্য। নক্ষত্র অনুকূলে থাকায় নূতন সুযোগ আসবে।

কর্কট ঃ দায়িত্ব বাড়তে পারে। গ্রহগত কারণে মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন।

সিংহ ঃ সম্মান ও স্বীকৃতি মিলবে। গ্রহের প্রভাবে অহং সংযত রাখা শ্রেয়।

কন্যা ঃ কাজে মনোযোগ বাড়বে। নক্ষত্র পরিবর্তনে স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্তক থাকুন।

তুলা ঃ সম্পর্কে সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। গ্রহগত প্রভাবে সিদ্ধান্তে ভারসাম্য জরুরি।

বৃশ্চিক ঃ গোপন পরিকল্পনা সফল হতে পারে। নক্ষত্রের প্রভাবে সংযমী আচরণ শুভ।

ধনু ঃ শিক্ষা ও জ্ঞানে অগ্রগতি। গ্রহের প্রভাবে অতিরিক্ত খরচ এড়ান।

মকর ঃ পরিশ্রমের সুফল মিলবে। নক্ষত্র অনুকূলে থাকায় স্থিরতায় লাভ।

কুম্ভ ঃ নতুন ভাবনা সফল হবে। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে সামাজিক যোগাযোগ বাড়বে।

মীন ঃ সৃজনশীল কাজে সাফল্য। নক্ষত্র প্রভাবে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

* গ্রহ ও নক্ষত্রভিত্তিক সতর্কীকরণ নোট ঃ ফাল্গুন মাসে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে হঠাৎ সিদ্ধান্ত, বড় আর্থিক লেনদেন ও অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলা শ্রেয়। ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখলে মাসটি শুভ ও শান্তিপূর্ণ কাটবে।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

উদয় মণ্ডল
(অচেনা অতিথি কবিরত্ন সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

শিরোনাম ঃ
অকৃত্রিম আনন্দ সংগীত

এতো স্নিগ্ধ রাত্রি আজ।
গগনে দেখো নিত্য বাজ।
চাঁদ যেন পাঠিয়েছে চাঁদনীকে।
ঝকঝকে আলো আজ চারিদিকে।

পুলোকিত মন, চঞ্চল তন।
ধন্য আজ মোদের সুন্দর বন।
কেউ খেলে, কেউ বা বলে
হাসিঠাট্টার ছলে ছলে।

মায়েরা বানান পোয়া পুরী।
রবী ঠাকুরের গানটি ধরি।
গো মাতার কৃপায় পায়েসের গন্ধ।
ভূ স্বর্গে আজ মহা আনন্দ।

আজকের ক্ষণ দেব দোলের।
হবে ক্ষণ কাল মানব ঢোলের।
খোল বাজবে, কীর্তন হবে।
অশুভ শক্তির বিনাশ হবে।

English Poem

Uday Mondal
(Poet honored with the Achena Atithi Kabi Ratna Literary Award)

Title : On Behalf of Honourable Farewell

Of earth, I am the resident.
I am not afraid of any incident.
One day warmth will say goodbye.
Eyes and tongues will unknowingly cry.

Legs can't but stand
In the invisible queue
Though they belong to a band.
That must put on a new view.

Between whiles lies a must.
It's the humanity crust.
The more it will be given away
The more beautiful will be
the passing away.

The Infinite sees all.
He must give a promotion or
a demotion call.

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

ইন্দ্রনাথ দাস
(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

নিকুম্ভলার মহারণে কোষাঘাত

বন্ধু, বলতে পারো দিন এল;
সকাল পেরিয়ে, সন্ধ্যা গড়িয়ে;
পুনঃ সকালবেলা হল।
এও তো এক চিরন্তনের সত্যবিধি,
প্রকৃতির অপূর্ব এক ঋদ্ধি।
কিন্তু একি ? চারিদিকে নিস্তব্ধতা—
স্বার্থান্ধের এ কোন চাটুকারিতা।
মানবের ধর্মাধর্ম যদি মান-হুঁশ;
জ্ঞানে ভক্তিতে কেন বেহুশ।
স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ার ধান্দা;
তৈরী করে দুঃখের নির্মম বারান্দা।
একের সুখ অপরের সর্বনাশ;
কি করে হবে আগামীর প্রত্যাশা।
চাষীর ফসলের আনন্দে চাষা;
বাঁচছে শুধু প্রতি সবুজের আশা।
সুখের ত্বরে বাঁধছে মানুষ বাসা;
ঘরে নাই বাসন-কোসন কাঁসা।
দুঃখের কথায় সবসময়ই;
সুযোগ খোঁজার ধান্দা।

সোজা পথের পথটাই এখন বাঁধা
ভালবাসাটাই এখন কেমন;
আঘাতের প্রেরণা তেমন।
মনে পড়ে যায়—
সেই ছোট্ট পাখি চন্দনা;
না যদি হয় সকলের বাসন-বসন;
প্রত্যাশা পূরণের কামনায়;
বন্ধ হোক নিকুম্ভলার মহারণ।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

ছড়া

অতসী নাথ রায়

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

বোকারাম

বোকারাম খায় আম,
পোকা তায় থাক্ থুক্।
কোন দিকে নেই চোখ,
চুষে চলে চুক্‌চুক্।
পোকা সব পেটে যায়,
কুড় কুড় কামড়ায়।
বোকা বলে, – "হায়! হায়!
প্রাণ রাখা হল দায়।"

ছড়া

অতসী নাথ রায়

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

জোরদার

এক গোল, দুই গোল,
মাঠ-ময় সোরগোল।
তিন গোল, বাজীমাৎ?
রেফারীকে উৎখাত।
ধর্‌ধর্, মার্‌মার,
মাঠময় ধুর্‌ধার।
হারজিৎ বড় ভয়,
তার চেয়ে এই সয়।

কবিতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

স্বপ্নে তুমি এলে

তুমি আছো মোর সাথে জাগরণে,
শয়নে, স্মৃতির ছলনে, মনের মাঝারে।
আর আছো কৌতূহলে— খেলার ছলে,
সারা জীবন চলার পথের সাথী হয়ে।।

✷ ✷ ✷ ✷

স্বপ্নের মাঝে তুমি এলে
ঘুমের ঘোরে কাছে পেলাম তোমারে,
এই প্রথম কাছাকাছি হলাম দুজনে।
শপথ করলাম মোরা, একসাথে থাকব দুজনে,
তোমাকে নিয়ে বাঁধব সুখের ঘর।
যেখানে থাকবে শুধু তুমি আর আমি,
করবে না কেহ বিরক্ত।
গল্প আর হাসিতে থাকব সদা-রত।।
পুকুর থাকবে তার পাশেতে,
যেখানে ঢেউ আর চাঁদ লুকোচুরি খেলতে,
পুকুর থেকে স্নানটি সেরে যখন তুমি ঘরের পথে যাবে-
ভিজে কাপড় সরিয়ে তখন রূপটি তোমার বেরিয়ে পড়বে।
আড় চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখব তখন তোমাকে—
ঐ রূপে পাগল হতে ইচ্ছে করে আমার।।
দুঃখ স্পর্শ করবে না কভু যেখানে।
হাসি খুশিতে সদাই থাকব দুজনে।।
হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে
উঠে পড় উঠে পড় খোকা, বেলা হয়ে গেছে।

✷ ✷ ✷ ✷

চোখ খুলে দেখি তুমি নাই মোর পাশে,
সমস্ত বিছানা তোমার আবেশ ঘিরে রয়েছে।
এখনো তোমার সুগন্ধি চুলের গন্ধে—
এই ঘর ভরে দিতেছে।
তোমার স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে— সমস্ত ঘর জুড়ে।
আর আছো তুমি মোর; স্বপ্নের ঘোরে।।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

পুরাণ কথা

শিবন কুমার ঘোষ

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ (সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

আমরা জানি বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে। এর সমাপ্তি বা পরিণতি কারো জানা নেই। সবার মোটা জানা যে, যুদ্ধ সৃষ্টি, জনতা ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে তাই সভ্য সমাজের কাছে যুদ্ধ অবাঞ্ছিত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন কারণে বিগত কয়েক দশক ধরে কিন্তু যুদ্ধ চলছে। বর্তমানে হঠাৎ কয়েকটি ঘটনা যুদ্ধের আবহে এসেছে, যার মধ্যে ভারতও জড়িত। বর্তমানে গোটা পৃথিবী (দেশ) মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। ভারত ও অন্য কয়েকটি দেশ কিন্তু এখনো নিরপেক্ষ রয়েছে। তবে তা কতদিন সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। যুদ্ধের বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া গেছে কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও আতঙ্কবাদী প্রবেশ বন্ধ করতে, কোথাও আর্থিক শক্তির আস্ফালন বন্ধ করতে এই যুদ্ধ। তবে এই যুদ্ধের সাথে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনেক মিল পাওয়া যায়। কারণ এই যুদ্ধে 'আমিত্ব বোধ' (I am) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমিই সবচেয়ে শক্তিশালী, আমার কথাই শেষ কথা। এখন প্রশ্ন এই যুদ্ধের কৃষ্ণ কে? তবে সেই কৃষ্ণের পরিচয় পাঠকরা এতদিনে নিশ্চয় জেনে গেছেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব ও পাণ্ডবরা যুদ্ধ করলেও যুদ্ধটা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলি হেলনে। কৃষ্ণ চাননি এই দুই মহাশক্তি একত্রে থাকুক। তিনি চেয়েছিলেন এদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং দুটি শক্তিকে ধ্বংস করা, যাতে তিনিই একমাত্র অধীশ্বর হয়ে রাজত্ব করতে পারবেন অর্থাৎ I am। বাস্তব কথা হলো, না কৌরব না পাণ্ডব কেউই যুদ্ধ চাননি। তাহলে তারা শান্তির দূত পাঠাতেন না- এবং তারা দু'পক্ষই শ্রীকৃষ্ণকে দূত করেছিলেন বা করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা যা ঘটলো যে, কৃষ্ণ গোটা যুদ্ধটাই ধর্মের নামে অধর্ম ও ছলনার আকার ধারণ করালেন। কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো পাঠকের অনুমানের সুবিধার জন্য-

যেহেতু উভয়পক্ষের দূতেরা দুই পক্ষের আলোচনায় গেলেও সঠিক দিশা দেখতে পারছিলেন না। তাই উভয় পক্ষই শ্রীকৃষ্ণকেই দূত হিসাবে পাঠাতে চাইছিলেন কারণ কৃষ্ণ উভয়পক্ষের কাছেই প্রিয়। তাই কৃষ্ণও এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ কি করলেন—

১) তিনি তাঁর বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। আমার জানা নেই যে কোনো শান্তির দূত এই রকম আচরণ করেন। আসলে কৃষ্ণ শান্তি চাইতে এসে কৌরব শিবিরে অশান্তির মাত্রার চাপ তৈরি করলেন যাতে শান্তি ভঙ্গ হয়। কারণ এতে যদি দুর্যোধনের স্বাভিমানে আঘাত লাগে, তাতে আঘাত করার জন্য। ফলে শান্তির জন্য কৌরব ও পাণ্ডবদের মিলিত চেষ্টা ভঙ্গ হলো। অবশ্য দুর্যোধন কৃষ্ণের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি করেননি কিন্তু কৃষ্ণ সেটা অবজ্ঞা করে চলে আসেন। মনে হয় এই সন্ধি যাতে না হয় এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের স্ট্রাটেজি।

২) যদিও কৃষ্ণ বলেছিলেন তাঁর সখী কৃষ্ণা (দ্রৌপদী)-র ক্রোধ ও প্রতিহিংসা রক্ষা করা তাঁর কাছে মূল্যবান। তাহলে কি প্রমাণ হয়না লক্ষাধিক মানুষের জীবনের মূল্য তাঁর কাছে কিছুই নয়? তিনি দ্রৌপদীর আকুল প্রার্থনাকে দোষ এড়ানোর জন্য শিখণ্ডি করেছেন- যুদ্ধটা করেছিলেন নিজের প্রয়োজনে ও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য?

৩) কৃষ্ণার লাঞ্ছনার যন্ত্রণা যদি তাঁকে (কৃষ্ণ) এতো ক্রোধান্বিত করেছিল তবে দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে কেন বাধা দেননি? আর যুধিষ্ঠির কি করে নিজের স্ত্রীকে পণ রেখেছিলেন? কৃষ্ণ তো অন্তর্যামী, তিনি তো জানতেন কি ঘটতে চলেছে।

৪) ভীমকে ঢাল করে কৃষ্ণ শিশুপাল ও জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন সম্পূর্ণ অধার্মিক ভাবে।

৫) শোনা যায় পাণ্ডু মারা যাবার সময় পাণ্ডবদের বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম সবাইকে এক মুঠো করে খেতে। কিন্তু সবাই অবজ্ঞা করলেন। কিন্তু সহদেব চিতার পাশে বসে দেখলেন একদল পিঁপড়ে তা মুখে করে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলবশত সহদেব তা নিয়ে জিহ্বায় আস্বাদন করেন এবং তাঁর মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্তন দেখা যায়। অর্থাৎ তিনি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ অর্থাৎ ত্রিকালদর্শন করেন। যেহেতু তিনি ভবিষ্যৎ জেনে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ তাঁকে এই ব্যাপারটা সবাইকে জানাতে বারণ করেন। শোনা যায় কুন্তী ও সহদেবই কৌরব ও পাণ্ডবদের এই যুদ্ধ চেয়েছিলেন।

৬) যুদ্ধের আগে পাণ্ডব শিবিরে আলোচনার সময় কৃষ্ণ ঘটোৎকচ পুত্র বাকবরীকে প্রশ্ন করেন- "তোমার খুল্লতাত এক দিনে যুদ্ধের সমাপ্তি করতে পারেন। তুমি তো বড় বীর ও ধনুর্ধর, তুমি কতক্ষণে পারবে?" বাকবরী কৃষ্ণের দিকে ধনুর্বান তুলে বলেছিলো- "এক নিমেষে। কারণ আপনার মৃত্যুই এই সর্বনাশা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে।"

(তথ্য গৃহীত মতামত নিজস্ব)

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

সুমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

প্রপোজ

হৃদয়ে লেখো নাম সে নাম জন্মান্তরকে ছুঁয়ে যাবে। তবু আসে প্রকৃতির নিয়মে সরস্বতী পুজো- আসে ফাল্গুন মাস আর সেটাই যাকে বিদেশী ভাষায় বলা হয় ভ্যালেন্টাইন' ডে। এই দিনটিকে নারী পুরুষ, যুবক যুবতী সবাই মনে রাখে মিলন তিথি রূপে। এই দিন সবাই একে অপরকে গিফ্ট দেয়। ভালোবাসা এমন একটা শব্দ যাকে বুঝতে গিফটের প্রয়োজন হয় না। কবি, গায়ক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক— সবার জীবনে কৈশরে ফাগুনের হাওয়া লাগে। চারপাশের দক্ষিণা বাতাসের মৃদুমন্দ স্পর্শ বলে দেয় ঋতুরাজ ভালোবাসার পসরা নিয়ে সবার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন বলছে— 'কে জানে কঁঘন্টা আছে এই জীবনটা'— যে টুকু মনে ধরে, মন ভরে, দু হাত ভরে নিয়ে যাও।

কলেজের অডিটরিয়াম— সবার হাত তালির মধ্য দিয়ে বক্তব্য শেষ করল ঝিলাম।

সত্যিই তুই বড্ড ভালো বলেছিস রে। এরপরে কে উঠবে ডায়াসে?— জানি না,— ঠিক সেই সময়ে আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ঘোষনা করলেন— আমরা দুদিনের জন্য মুকুট মনিপুরে বেড়াতে যাবো। সবাই খুব খুশি। কিন্তু ঝিলামের মন মানছে না। ওর বাবা একা ছেলেদের সঙ্গে ওকে ছাড়বে না। বহু কষ্টে বন্ধুদের দিয়ে ম্যানেজ করে বাবা-মাকে রাজি করানো হল। তবু কিন্তু রয়ে গেল।

চারটে বাস গোপালনগর থেকে ছাড়বে। ঝিলামের বাবা বলছে আমি বাসে তুলে দিয়ে আসবো। সঙ্গে সঙ্গে ঝিলাম বলেছে বাসস্ট্যান্ডে গার্জেন এল্যাও নয়। নেহাৎ বাধ্য হয়েই বাবা গেল না সঙ্গে।

নির্দিষ্ট দিনে চারটে বাস ভর্তি হতে চলেছে। ব্লু জিন্সের ওপরে গোলাপি রং এর কুর্তিটা পরে বাসে উঠতেই বন্ধুরা লাফিয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত কাকু ছাড়লো তোকে? ইস্ ঝিলাম তুই না এলে ট্যুরটা কমপ্লিট হতো না।

আরে ফর্ম ফিলাপ,— টাকা জমা দেওয়ার পরেও বাপি রাজি হয় নি। কারণ একটাই— ছেলেরাও তো ট্যুরে যাবে। দু'হাজার পঁচিশে দাঁড়িয়ে আজ ঝিলামকে শুনতে হচ্ছে একথা ও ভাবে নি। তাই বিরক্ত হয়ে বলতে হয়েছিল, প্লিজ বাপি, তুমি সেই প্রাচীন পন্থীদের মতো কথা বলো না তো। এদিকে মুখে তুমি সাফল্যের গান গাইছ। আলোচনা সভায় গিয়ে ছেলে-মেয়েদের সমান অধিকারের দাবি তুলছো। আর নিজের মেয়ের বেলায় বলছো ছেলেদের সঙ্গে কলেজ ট্যুরে যেতে হবে না। ঝিলাম কায়দা করেই ওর বাবাকে রাজি করিয়েছে। জানিসতো বাবার বেশি বয়সের সন্তান আমি— তাই এতো আতুপুতু করে রাখে। শুধু আমার একটা অস্ত্র চোখের জল। আমার চোখে জল দেখলে বাবা মা গলে জল। সেই মাধ্যমিক থেকেই বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছি,— আমাকে বড় হতে দাও তোমরা,— এটাই আমার একমাত্র দাবি। এ চোখের জলে একটু পরিবর্তন হলেও ওকে নিয়ে পজেসিভনেস কমেনি বাপির। তাই মুকুট মণিপুর হলেও বাবা নাকচ করে দিয়েছিল, বলল কুলুমানালির টিকিট কেটে আমরা তিনজনে যাবো। ঝিলাম সোজাসুজি না করে দিয়েছে। সেদিন থেকে বাড়ীর পরিবেশে চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। ঝিলামের আড়ালে বাবা মা অনেক আলোচনা করছে। শেষ পর্যন্ত মা রাজি হলেও, বাপি কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। জানিস বাপির এই পজেসিভ নেসের জন্যই এখনো পর্যন্ত একটাও প্রেম করে উঠতে পারিনি। তারপর? তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা। শোন তোরা ক্লাস ইলেভেনে পাশের বাড়ীর বিতানদাকে ভালো লাগতো আমার। প্রায়ই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বিতানদার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বিতানদাও ধীর পায়ে এসে দাঁড়াতো ওদের বারান্দাতে। দিন সাতেক পরে ঝিলাম খেয়াল করল, ও ব্যালকনিতে দাঁড়ালেই বিতানদা ভয়ে নিজের জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে। বিতানদার কি

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

হয়েছে বোঝার আগেই মানসী পিসি বলেছিল, তোমার বাবা গিয়ে বিতানকে খুব বকেছে গো। আমি ছাদ থেকে দেখেছি কাপড় মিলতে মিলতে। তাই ওই ছেলেটা ভয়ে আর তোমার দিকে তাকাচ্ছে না।

সেদিন থেকে ঝিলাম বুঝেছিল প্রেম ওর কপালে জাস্ট নেই। বাপি মায়ের আদরের অত্যাচারে ওকে সারাজীবন বাঁচতে হবে। তাই আমি ঝিলাম নতুন ট্রাজেডি আবিষ্কার করেছি। আমি কাঁদলেই বাপি গলে গিয়ে সবেতেই রাজি হয়ে যায়। সেই কান্না আর কিছু যুক্তিকে সামনে রেখেই এই মুকুট মণিপুরের প্ল্যানটাকে সাকসেসফুল করেছি। অনেক কষ্টে রাজি ঠিক নয় নিমরাজি করিয়েছি বাপিকে। ওতেই চলবে ভেবে প্যাকিং করেছে ঝিলাম। বেরোনোর সময়ও বাপির মুখে চাপা অভিমান দেখেছে ঝিলাম। শুধু বলেছে, যদি সময় পাও তো দু'একবার ফোন কোরো। বাপির চুল এলোমেলো করে বলেছি — দু'বছর বাদে রিটায়ারমেন্ট এবার তো একটু বড় হও প্লীজ। মা বলল— মাত্র দু'তিন দিন তো। মা বলল প্রাণ ভরে মেয়ে বেলার স্বাধীনতা উপভোগ করে নাও।

সবে কেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে ঝিলাম। নামের সাথে ওর চরিত্রের বড্ড মিল। ঝিলাম নদীর মতোই সে খরস্রোতা। পাথরে ধাক্কা খেয়েও যার গতি দুর্বল হয় না। বন্ধুরা বলে ঝিলামকে নদী না বলে ঝর্ণা বলা বেস্ট। ছিপছিপে চেহারায় মুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ নেই। পড়াশুনা ভালোই করে তবে খুব সিরিয়াস নয়।

দশ নম্বর কম পেলে রিভিও করার জন্য ছোটে না, বরং নাচ নিয়ে একটু বেশি পজেসিভ। নাচের গুরুকে নিয়ে কেউ কিছু বললে ঝিলাম তাকে দু'একটা থাপ্পড় কসিয়ে দিতেই পারে। এমনিতে ঝিলাম খুব হাসিখুশি, কিন্তু রেগে গেলে ভয়ঙ্কর। বন্ধুরা সবাই ওর সব গুনগুলোই জানে, তাই ওকে একটু সমঝে চলে। পিঠের ব্যাগটা বাঙ্কারে তুলে সিটে বসতেই গাদিওয়ালা সিটের নরম ভাবটা অনুভব না হয়ে বরং একটু শক্ত লাগল। বিরক্তিতে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল ওর সিটে একটা মোবাইল ফোন পড়ে আছে। নামি কোম্পানীর মোবাইল ফোন। ফোনটা খুলেই দেখল পাসওয়ার্ড পর্যন্ত নেই। মনে মনে বলল কি কেয়ারলেস রে বাবা! নিজের মোবাইলটাও সামলে রাখতে পারে না। এমন পাবলিকও তার মানে কলেজে আছে!

ঝিলামের কাছে তার মোবাইলটা খুব প্রিয়। মা বলে সারাদিন রাত কি খুট খুট করিস। ফেসবুক, হোয়াটস্ আপ, অনলাইন শপিং সবই মোবাইল থেকে। এমনকি প্রিয় সিনেমাও মোবাইলে দেখে। তাই কারও মোবাইল পড়ে থাকতে দেখে ঝিলাম বেশ অবাকই হয়েছিল।

মোট তিনটা বাসে সব স্টুডেন্টরা যাচ্ছিল। আরেকটাতে প্রফেসাররা। তবে কমবয়সী প্রফেসাররা আছেন স্টুডেন্টদের বাসে। ঝিলাম উঠতেই সৃজন বলল, খুব ইচ্ছেছিল আমাদের কেমিস্ট্রির স্যার অমিয়বাবু আমাদের বাসেই যাবেন। সারা রাস্তা কোয়ান্টামের ফর্মুলাগুলো বুঝতে বুঝতে যাবো। বাস শুদ্ধ সকলেই হেসে উঠল। কারণটা হল, সৃজনকে অমিয়বাবু মোটেই সহ্য করতে পারেন না। অকারণ অবান্তর প্রশ্ন করে আসল পড়ায় ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যই সৃজন মার্কামারা হয়ে গেছে অমিয়বাবুর চোখে। রিতম বলল, স্যার বোধহয় তুই এই বাসে আছিস দেখেই পালিয়েছেন। স্যারের বি পি বাড়িয়ে দিবি তুই।

ঝিলামদের বাসে এখনো কোনো প্রফেসার আছেন, সেটা দেখেনি ঝিলাম। তার আগেই ওর সিটে ওই ফোনটা। ফোনটা নিশ্চই এই বাসের কারও। পাশ থেকে কাবেরী বলল— কিরে অমন বিরক্ত হয়ে আছিস কেন? ঝিলাম বলেছিল লাস্ট মুহূর্তে বাপিকে রাজি করিয়েও ঠিক পৌঁছে যাবো। তাই আমার সিট রাখবি। ঝিলামের সাথে কাবেরীর বন্ধুত্ব সেই ইলেভেন থেকে। তাই কাবেরী ঝিলামকে যতটা চেনে আর কেউ চেনে না। সেই বেস্ট ফ্রেন্ড-এর দিকে তাকাতেই ঝিলাম বলল— নতুন মোবাইল কিনেছিস , আর আমায় বলার প্রয়োজন মনে করিস নি? আমি একটা টিপ কিনলেও তোকে জানাই কাবেরী। কাবেরী যেন আকাশ থেকে পড়ল।— আমি ফোন কিনেছি? কই না তো। বলেই সে হ্যান্ড ব্যাগ থেকে ফোনটা বার করে বলল— এই দেখ আমার গত বছরের ফোন। যদ্দিন চলবে একেই আমি আগলে রাখবো। এতে আমাদের কতো স্মৃতি আছে বলতো?— কত ছবি, কত ম্যাসেজ— তাই একান্ত খারাপ না হলে একে বাতিল করার ইচ্ছে আমার নেই। ঝিলামের মুখে চিন্তার ছাপ। কাবেরী বলল কী হয়েছে? এই ফোনটা আমার সিটে পড়েছিল। আমি যখন সিটে বসলাম তখন এটা ছিল না।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কাবেরী বলল আমাকে ছোটদা পৌঁছে দিয়ে গেছে। আর আমাকে বাপি গাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাপি আসতে চেয়েছিল, আমি বলেছি প্রফেসার গার্জেন এ্যালাও করবেন না বলেছেন। বাপিকে নিয়ে আসলে বোধহয় একই বাসে ছেলে মেয়ে যাচ্ছে দেখে, আমাকে আবার বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতো। তাই এইসব চপ দিয়ে আসতে হয়েছে। কাবেরী হেসে বলল— তুই পারিসও বটে! কিন্তু এই ফোনটা কার?

কাবেরী ফোনটা হাতে নিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল। এই ঝিলাম তুই আমাকে বোকা বানাচ্ছিস? এটা তো তোর মোবাইল রে! দেখ, হোম স্ক্রীনে তোর ছবি।

ঝিলাম চমকে উঠে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো, হ্যাঁ স্ক্রীন জুড়ে ওর লাল ওড়না উড়ছে।

সম্ভবত কলেজের গেটের সামনে তোলা, ছবিটার বয়স তো সাত-আট মাস হবেই। এটা সেকেন্ড ইয়ারের ছবি নয়।

ঝিলাম অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাস কর কাবেরী, এটা আমার মোবাইল নয়। বন্ধুদের কেউ ইচ্ছে করে এভাবে বোকা বানাচ্ছে। গ্যালারি ওপেন করতেই ঝিলামের নানা অঙ্গভঙ্গির ছবি। এমনকি কলেজ গেটের বাইরে হ্যাঁ করে ফুচকা খাওয়ার ছবি। ফেস্টের নাচের ছবিতে পুরো গ্যালারি ভর্তি। এমনকি এক মনে ক্লাসে নোট লিখছে তার ছবিও আছে। কাবেরী একটু সেলফি পাগল- সে উত্তেজিত হয়ে বলল কি দারুন সেলফি তোলার হাত রে। তুই গরমে ভিজে চুলগুলো কপাল থেকে সরাচ্ছিস, তার ছবিটাও কি সুন্দর তুলেছে রে,— একে দিয়ে আমাদের ট্যুরের ছবিগুলো তোলালে হয়। ফেসবুকে পোস্ট করা যাবে। কাবেরী বরাবরই হালকা স্বভাবের। কিন্তু ঝিলামের কপালে চিন্তার রেখা। সিটে বসে ঝিলাম ফোনটা ঘাঁটছিল— যদি কোন ক্লু পাওয়া যায়। কিন্তু কন্ট্যাক্ট নম্বরে ঝিলামেরই দুটো নম্বর। এটার পাশে লেখা স্রোতস্বিনী। আর একটার পাশে লেখা দুরন্ত ঝিলাম। অবশ হয়ে আসছিল ঝিলামের হাত। এটা কার ফোন? ভাবনার মধ্যে গভীর ভাবে ডুব দিল ঝিলাম।

কলেজের প্রথম দিন থেকে মনে করলে তিন চার জনের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক ওদের ডিপার্টমেন্টের দীপ— যে অকারণ গোটা ক্লাস জুড়ে ঝিলামের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এখনো অবধি এক ডিপার্টমেন্টে পড়েও দীপের সঙ্গে তার আলাপ হয়নি।

মাঝে মধ্যে যখনই ঝিলাম দীপের দিকে তাকাতো সে সোজা মুখ ঘুরিয়ে নিত। একদিন কাবেরী বলেছিল, হ্যাঁ রে দীপ, ঝিলামের দিকে তাকিয়ে কি দেখিস? দীপ লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলেছিল— ওকে দেখি। ওকে আমার খুব ভালো লাগে। কাবেরী বলেছিল, প্রোপোজ করে দে। দীপ ঘেমে নেয়ে তোতলাতে তোতলাতে বলেছে, ঝিলামকে আমার ভয় করে। ঝিলামের এমন ভীতুটাইপের হাঁ করা ছেলে পছন্দ নয়। তাইসে দীপকে নিয়ে কোনোদিন ভাবেনি। সামনে বলতে ভয় পায় বলেই কি এভাবে ফোন ফেলে রেখেছে ঝিলামের সিটে। তিনটে সিট পরেই দীপ বসে কানে হেডফোন গুঁজে গান শুনছিল। আর চোখ দুটো ঝিলামকে খুঁজছিল বোধহয়।

দীপ বাদে আরও দুটো নাম মাথায় এলো ঝিলামের। দ্বিতীয় নামটা হল কলেজ ইউনিয়নের লিডার অতীশ সেন। কলেজের ফার্স্ট ডে থেকে ঝিলামের দিকে ওর নজর। সবার সঙ্গে খুব রেলা নিয়ে কথা বলত। কিন্তু ঝিলামকে দেখলেই ওর কথাবার্তা একটু হলেও আড়ষ্ট হয়ে যেত। আর ঠিক সেই সময় ঝিলামের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলতো— ঝিলাম সাবধান! এ গত পাঁচ বছরেও কলেজের গন্ডী পেরোয়নি। এখনো কলেজের জি. এস. ওর নিজের কাছে কেরিয়ার তৈরির চেয়ে জি. এস. থাকাই ওর কাছে বেশি সম্মানের। বড়লোকের বকে যাওয়া টাইপের ছেলে এই অতীশ সেন। ঝিলাম এই ধরনের ছেলেদের আঁতেল বলে। কথায় কথায় ফ্রয়েড আউড়ায় আর কার্ল মার্কস, লেলিনের মতাদর্শ নিয়ে বড় বড় লেকচার ঝাড়ে। — ঠোঁটের ডগায় থাকে দামি সিগারেট। এই অতীশকে ঝিলাম জাস্ট ইগনোর করেছে। কলেজের ফার্স্ট দিনই অতীশ এসেছিল— বলেছিল কোন ছেলে যদি বিরক্ত করে তো শুধু একবার অতীশকে খবর দেবে। — ব্যাস,— বলার ভঙ্গিমায় অহংকার সুস্পষ্ট ছিল।

ঝিলাম হেসে বলেছিল— বোধহয় ডাকার প্রয়োজন হবে না। অতীশের চোখে বিস্ময়কে উপেক্ষা করেই ঝিলাম বলেছিল— ঐটুকু বিরক্তির উত্তর দেবার মতো ক্ষমতা ঝিলামের আছে। তাই টেনশান করবেন না দাদাভাই।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

অতীশ তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলেছিল দাদাভাই নয়, অতীশদা বলে ডেকো। ঝিলাম আর একটু হেসে বলেছিল— যদি কখনো সত্যিই ডাকার দরকার হয়, তাহলে অবশ্যই দাদাভাই বলে ডাকবো বলে- একটু চমকে দিয়ে গডগড করে চলে এসেছিল।

আর সেই মুহূর্ত থেকেই ঝিলাম হয়ে গেল ক্লাসের সাহসী মেয়ে। নিজের হাসি খুশি স্বভাবের জন্যই সবার প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারপরেও ফেস্ট- এর নাচের পোগ্রাম শেষে সে অতীশের মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিল। তাই ঝিলাম ভাবলো ওর মত ডেসপারেট ছেলের পক্ষেই এত ছবি তোলা সম্ভব হতেও পারে। এই ঝিলাম, কী এতো ভাবছিস? পাশের সিট থেকে কঙ্কনা বলল। ঝিলাম একটু সামলে নিয়ে বলল— গুখানে গিয়ে কি কি করবো তার প্ল্যান করেছিলাম। কাবেরী চেঁচিয়ে বলল— স্যাররা আসছেন, এবার বাস ছাড়বে। ঝিলাম দেখল, বয়স্ক কোনো প্রফেসার নয়। দুজন অল্পবয়সী লেকচারার উঠলেন বাসে। দুজনেই পাস কোর্সের লেকচারার। দীপঙ্কর স্যার ভীষণ মাইডিয়ার কিন্তু কৃশানু স্যার ভীষণ রাশভারী। দীপঙ্কর স্যার উঠেই বললেন ব্রেকফাস্ট করেই বাসস্টার্ট করবে। কৃশানু স্যার আলতো স্বরে বললেন— যে যার সীটে বসো, আনন্দ করো কিন্তু অসভ্যতামি নয়। কাবেরী বলল— দেখ, কৃশানু স্যারকে কেউ যেন জোর করে নিমপাতা খাইয়ে দিয়েছে। পারসোনালিটি থাকা ভালো— কিন্তু দেখ সবাই মিলে স্যারের কী দশা করছে। ওরা দেখল ব্রেকফাস্টের প্যাকেট বিলি করতে করতে স্যার নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। ছেলেগুলো নিজেদের প্যাকেট লুকিয়ে আবার নিচ্ছে। পাইনি স্যার! স্যার অসহায় চোখে তাকিয়ে রয়েছে। বললেন— মেয়েরা তো এখনো পায়নি।

ঝিলাম উঠে দাঁড়িয়ে একটু চিৎকার করেই বলল— স্যার! ওই কলা, ডিম ওদের দিয়ে দিন। সামনেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে আমরা যে কজন পাইনি তারা আলুর পরোটা খেয়ে নেবো। এখানে আলুর পরোটাটা ব্যাপক বানায় উইথ আচার। কথাটা বোম পড়ার মতোই পড়ল বাসে- প্রায় গোটা পনের প্যাকেট এসে জমা হলো দীপঙ্কর স্যারের হাতে। দীপঙ্কর স্যার হেসে বললেন— বারোটা প্যাকেট কম পরেছিল। ঝিলামের হাতে প্যাকেটটা দিয়ে বললেন, ব্রিলিয়ান্ট! বাঁচালে আমায়। নীলাদ্রি ওর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল— মুকুট মণিপুরে পৌঁছে ঝিলামের টাকায় বিচের ধারে বসে ব্রেকফাস্ট করবো। চিটিং করার শাস্তি।

ঝিলাম একটু হেসে বলল— সে তোদের আমি খাইয়ে দেবো। কিন্তু আজ যা করছিলি ওটা জাস্ট বদমাইসি। ঝিলাম তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আবার মোবাইলে মন দিল। এরহস্য ভেদ করতেই হবে। এদের বাদ দিলেও আরেকটা নাম মাথায় আসছে ঝিলামের। এ্যান্টনী।— কিন্তু এত রোমান্টিকভাবে প্রপোজ করার পাবলিক সে নয়। তবু ঝিলাম আড় চোখে তার দিকে দেখল- তার উদাসীন চোখ দুটো বাইরের দিকে, হাতে ম্যাগাজিনের পাতা আপন খেয়ালে উড়ে যাচ্ছে। সামনে ঝিলাম উপস্থিত। তবু তার দৃষ্টিতে রয়েছে প্রাকৃতিক নিস্তব্ধতা। না, ঝিলাম এখনো জানে না এই নামটা তার প্রেমিকের লিস্টে এড করা যাবে কিনা? মনগুলো মুচকি হেসে বলে অনুভূতিগুলো বড্ড সূক্ষ হয়। তাই সেগুলো উপলব্ধি করতে গেলে খুব ধীরে ধীরে অনুভব করতে হয়। এ্যান্টনীকে ইগনোর করার বদলে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঝিলাম ক্লাস করতে করতে একদিন পরিষ্কার দেখেছিল, সে ঝিলামের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে কিছু ভাবছে। তার চোখে মুখে লেগেছিল মুগ্ধতা। ওই মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ঝিলামের মতো দস্যি মেয়েও লজ্জা পেয়েছিল।

বন্ধুরা বলল— তুই তো অনায়াসে প্রেম করতে পারিস। করিস না কেন। আরে প্রেম আপনা আপনি হয়ে যায়-ট্রাই করতে হয় না। আরও চমক বাকী ছিল ঝিলামের। ফোনের ভিডিওতে রয়েছে কলেজ ফেস্টের কুড়ি মিনিটের নাচের প্রোগ্রাম।

ঝিলাম হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল— এই ফোনটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি— এটা কার? বাসের সিটে পড়েছিল। সকলেই নিজের ফোন দেখতে শুরু করল। ঝিলাম একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এ্যান্টনীর দিকে। সারা বাসের মধ্যে একমাত্র তারই কোনো চঞ্চলতা দেখল না ঝিলাম। আলতো করে নিজের পকেটে হাত দিয়ে তার ফোনটা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যাগাজিনের পাতায় মন দিল। বিশ্বপক্ক মনোজিত বলল— ওটা আমায় দে আমি ওয়েলেস্কে বেচে দেবো।

দীপঙ্কর স্যার ও কৃশানু স্যার বললেন— হইচই না করে ফোনটা আমাদের দাও। যার

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

দরকার নিয়ে যাবে।

ঝিলাম খিলখিল করে হেসে বলল, জাস্ট ফান! এই দেখো এটাতে আমারই ছবি দিয়ে ওয়াল পেপার করা। সবাই বড্ড চুপচাপ ছিল। তাই সবাইকে একটু ওয়ার্মআপ করলাম আর কি।

বন্ধুরা হাসতে হাসতে বলল— এই জন্যেই তুই ঝিলাম। এই ইউনিক ভাবনাগুলোর জন্যই তোকে মিস্ করি। ঝিলাম একটু কায়দা করে বলল, তোরা একদিন চাঁদা তুলে আমাকে খাইয়ে দিস। কৃশানু স্যার হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা এনজয় করো। ফোনে একটা নোটপ্যাড ছিল। ঝিলাম দেখল প্রথম লেখাটা ওকেই উদ্দেশ্য করে লেখা—

ঝিলাম স্রোতস্বিনী দমকা হাওয়া।

প্রথম যেদিন তোমায় দেখেছিলাম, সেদিন তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিনি। কিন্তু দিনে দিনে একটু একটু করে ধারনা বদলে যাচ্ছিল তুমি স্বভাবে আমার ঠিক উল্টো, আমি বরাবরের ইন্ট্রোভার্ট। লোকে আমাকে শান্ত ছেলে বলতো, মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারতাম না। আর তোমার তো মুখটাই মনের ছবি, ঠিক পাহাড়ি ঝর্ণার মতো। পাথরের উপর দিয়ে বয়ে আসছো বলেই এতো স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছতাটাই আমাকে বেশী আকর্ষন করেছিল। এখন মধ্যরাত। সারা শহর ঘুমোচ্ছে। আমি নির্ঘুম চোখে তোমায় চিঠি লিখছি। বিনা কাগজের চিঠি। এ চিঠি হয়তো কোনদিন পৌঁছবেনা তোমার কাছে। তবুও একান্ত গোপন অনুভূতিগুলোকে সাজানোর চেষ্টা করলাম মাত্র।

জানি ব্যর্থ হলাম। ইন্ট্রোভার্ট মানুষদের এই সমস্যা। এরা গোপনেও মুখ চোরা। ভালো থেকো স্রোতস্বিনী ঝিলাম। এমন খামখেয়ালিই থেকো, সকলের থেকে আলাদা।

ইতি—
কেউ না।

কেন 'কেউ না' লিখলাম জানো?

আমার পরিচয়টা আমি কোনদিন প্রকাশ করতে চাই না। অবশ হয়ে আসছিল ঝিলামের অনুভূতিগুলো। অদ্ভুত অজানা একটা শিহরণ খেলে যাচ্ছিল প্রতিটি শিরায় উপশিরায়। তারপর আবার লেখা— দুরন্ত ঝিলাম- খুব ইচ্ছে করছে কলেজ ক্যাম্পাসের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি— ঝিলাম- আই লাভ ইউ। ভালোবাসায় দোষ কি? অন্যায় তো কিছু করিনি। কিন্তু ওই যে হারিয়ে ফেলার ভয়। যদি বলো তুমি এনগেজড্। তাহলে তো ভালোবাসার রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এই ভালো দূর থেকে দেখা, মনে মনে ভালোবাসা।

কোন কাগজের পাতায় আমার প্রেম বন্দী হবে না। কি ভাবছো? আমি খুব পজেসিভ। তা একটু আছি। সবার থেকে আলাদা। মোবাইলে তোমায় বন্দী করলাম— কেমন? নতুনত্ব আছে তো? এখানে কারও নাম নেই, নাম্বার নেই। তোমার ছবির পাশে আর কারও ছবি থাকুক চাইনি আমি।

ঝিলাম রেগে গিয়ে নিজের মনেই বলল তবু সামনে আসবে না।

ঝিলাম মনে মনে বলল, এবার তোমার ধরা পরার পালা— স্বীকারোক্তিতো আদায় করবোই।

একেবারে পাগল— এত ভালোবাসা লুকিয়ে যে ঘুরে বেড়ায় সে পাগল ছাড়া কি?

ওদের বাসটা এখন মুকুটমণিপুরে পৌঁছালো। তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। মুকুটমণিপুরে পৌঁছেই চারটে বাসের সব যাত্রী এক জায়গায় মিট করল। হইহুল্লোড় দ্বিগুন বেড়ে গেল।

স্যাররা বললেন, আমরা হোটেলে যাচ্ছি, তোমরা সমুদ্র ঘুরে এসো। তবু বুঝে চলা ফেরা করবে। ঝিলাম নিজের এলোমেলো চুল ঠিক করতে করতে বলল— চল্ কাবেরী কটা সেলফি তুলি। আর বাপিকে একটা কল করে নিই। কাবেরী আর ঝিলাম দল ছুট হয়ে ছুট দিল বীচের দিকে। ব্যাগের মধ্যে সেই পাওয়া ফোন। ঝিলাম যেন একটু বদলে গেছে। লজ্জা নামক অস্বস্তিকর বস্তুটা মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে ওর চোখের পলকে। আর চোখ দুটো বীচের মাঝে খুঁজে বেড়াচ্ছে সাদা টি সার্ট পরা মানুষটাকে।

কাবেরী বলল জলে নেমে ছবি তুলি। সবাই প্যান্ট গুটিয়ে জলে নেমে পড়েছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই সূর্য অস্ত গেল। আকাশে রক্তিম আভা মুছে গিয়ে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। চারিদিকে

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

দোকানের আলো জ্বলে উঠল। ঝলমল করে উঠল বিশ্ব বাংলার গেষ্ট হাউস। দূর থেকেই প্রফেসার অনন্যাদি বললেন— কাল সকালে সবাই স্নান করবে। ঢেউ এর বেগ বাড়ছে। সবাই হোটেলে চলো। সবার দাবি মার্কেটে ঘুরতে যাবে। হঠাৎ কাবেরীর খেয়াল হল ঝিলাম কোথায়? সে তো কাবেরীর সঙ্গেই উঠে এসেছে। ফোনে রিং করল- নট রিচেবেল বলছে। আর সব মেয়েরা মুক্তোর দোকানে জিনিস কিনছে— কিন্তু কোথায় ঝিলাম? সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল অন্ধকার বাড়ার সাথে সাথেই সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। অজস্র ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বিচে। ঢেউ এর আওয়াজে নিজের গলার স্বরই ভালো করে শোনা যাচ্ছে না। কাবেরী ম্যামকে গিয়ে বলল— ঝিলামকে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাস্ এখন সব আনন্দ বাদ দিয়ে খোঁজ মেয়েটাকে কোথায় গেল?

সমুদ্র থেকে একটু তফাতে হাঁটছে মানুষ। হঠাৎই অরিন্দম স্যার বললেন জলের মধ্যে ওটা কে দাঁড়িয়ে আছে? দেখো তো। আমার দেখা ভুল নয় তো? কাবেরী কিছু দেখার আগেই একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বালিতে।

কোথায় ছিল এ্যান্টনী। লাফিয়ে নেমে ছুটল সমুদ্রের দিকে। ঢেউগুলো বড় ভয়ঙ্কর। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা ছিল জলে না নামার। এ্যান্টনী দেখল ওটাই ঝিলাম। কোমর পর্যন্ত জলে এসে কেমন উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর ঢেউ এর সামনে। এ্যান্টনী ছুটে গিয়ে আর একটা বড় ঢেউ আসার আগেই হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। নোনতা জলে ভিজে ঝিলাম টান সামলাতে পারল না। এসে পড়ল এ্যান্টনীর বুকের উপর।

কোনো রকমে টাল সামলে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল এ্যান্টনী।

ছিঃ, এমন ছেলেমানুষী তোমার কাছ থেকে আশা করিনি ঝিলাম।

হ্যারাজ করে আনন্দ পাচ্ছিলে তুমি। পারলে এভাবে কষ্ট দিতে আমাকে? কিছু যদি হয়ে যেত, যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত, কি করতাম আমি? কি জবাব দিতাম তোমার বাবা মায়ের কাছে? এ্যান্টনী উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে।

ঝিলাম একেবারে চুপ। মুখে কোনো কথা নেই। প্রাণ চঞ্চল ঝিলাম যেন শান্ত নদী হয়ে গেছে। জলের তরঙ্গ টুকুও অনুভব করা যাচ্ছে না। তুমি সাহসী ঠিকই, কিন্তু দুঃসাহস ভালো নয়।

এ্যান্টনী ঝিলামের একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, ওপরে চলো। নোনা হাওয়ায় শরীর খারাপ করবে। হোটেলে গিয়ে চেঞ্জ করে নাও। এভাবে আমাকে আর ভয় দেখাবে না। এ্যান্টনীর হাতের মধ্যে ঝিলামের হাত টা ঠকঠক্ করে কাঁপছিল। স্যারেরা বেশী বকাবকি করল না। বললেন— ভুল করেছো আর এরকম কাজ কোরো না। কাবেরী জড়িয়ে ধরে বলল— আমার কাছে ব্যাগ দিয়ে তুই কোথায় হারিয়ে গেলি। আমি তোকে কতবার কল করেছি। ঝিলামের ঠোঁটে হালকা হাঁসির ছোঁয়া। বর্ণালী হরবর করে বলল— যা ভয় দেখিয়ে ছিলি বস। হ্যাঁ রে তুই তো প্রেম করিস না, তাহলে ওটা সুইসাইড নয়। তবে ওটা কি? প্রেমে পরার ইঙ্গিত। কেউ প্রেমে পড়লে এমন উদাসীন হয়ে যায়। আমারও মনে হয় আই আম ইন লাভ।

কাবেরী বলল— কার প্রেমে? আরে ঐ ইনট্রোভার্ট এ্যান্টনীর প্রেমে।

হ্যাঁরে এ্যান্টনীকে দেখলে মনে হয় রোমান্স শব্দটা ও লাইফে শোনেনি। ঝিলাম বলল— শোনেনি হয়তো কিন্তু এ্যাপ্লাই করতে পারে। বীচে এ্যান্টনীর সঙ্গে দেখা। ঝিলাম কানের কাছে গিয়ে বলল, মুখে কিছু বলা চাই। মুখে না বললেও আমার ভালোবাসা চিরস্থায়ী, আপেক্ষিক নয়। এ্যান্টনী হেসে বলল— প্রাণ চঞ্চল ঝিলাম, এমনি থেকো, পাল্টে যেও না। ঝিলাম বলল— আই লাভ ইউ...।

ভোরের উষশী সূর্য জানিয়ে দিয়ে গেল নতুন দিনের সূচনা।

এ্যান্টনী ফিসফিস করে বলল— ভালোবাসি।

ঝিলাম একটু জোরেই বলল— আমিও ভালোবাসি।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

গল্প

দীপ্তি রানী দত্ত

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত সাহিত্যিক)

চরিত্রহীন

বেণী আর রমন দুজনে এক গ্রামের। অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে ওদের খেলাধূলা ও স্কুল যাতায়াত পড়াশুনা। এই ভাবে ওদের বড়ো হয়ে ওঠা। এই ভাবে একদিন রমন কলেজের গণ্ডি পার করিয়া বিদেশে পারি দিল। যাইবার পূর্বে বেণীকে কথা দিয়া গেলো বিদেশে হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেণীকে সে বিবাহ করিবে। রমনের যাইবার কথা শুনিয়া বেণী কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিল। রমেন চলিয়া গেছে অনেক বছর হইয়া গেলো। মাঝে মধ্যে দু-এক খানা পত্র আসে বইকি তাহার মায়ের কাছে। মাও পত্রে বেণীর সমস্ত সংবাদ তাহার কাছে পৌছায়। এমতবস্থায় একদিন বেণীর বাবা তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া আসিল দূর গ্রামের এক জমিদার পরিবারে। বেণী তাহাতে বাধ সাধিল। কিন্তু তাহার বাবা এক রকম জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিল। বেণীর স্বামী অত্যন্ত ভালো মানুষ। বড়ো জমিদারিও ছিলো, বছর কয়েক ভালোই চলিল তাহার সংসার, কিন্তু ওপর-ওয়ালার ইচ্ছার উপর কাহারো হাত নাই। হঠাৎ-ই একদিন তাহার স্বামী অসুস্থ হইয়া পরিল। অনেক কবিরাজ, ডাক্তার দেখানো হইল, কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে কলকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া গেল চিকিৎসা করাইবার জন্যে কিন্তু তাহাতে ও ফল কিছু হইল না। অবশেষে একদিন সে পৃথিবী ত্যাগ করিল। অগত্যা বেণী একলা হইয়া গেল। এদিকে শ্বশুর বাড়ীর লোকজনও ধীরে ধীরে বদলাইতে লাগিল। বেণী বুঝিত লাগিল শ্বশুর বাড়ী থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। কিন্তু নিরুপায়। এইভাবে বছর ঘুরিতে লাগিল। এমন সময় তাহার এই অবস্থার কথা তাহার বাপের বাড়ী পৌছাইল। তৎক্ষনাৎ তাহার বাবা শ্বশুর বাড়ী হইতে তাহাকে ফেরৎ লইয়া গেল। ইহাতে সে আরো সমস্যায় পরিল। কারণ পূর্ব ভালোবাসা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ পূর্বে সে রমনকে ভালোবাসিত। পরবর্তীতে তাহা পরিণতি পায় নাই, সুতরাং তাহাকে জমিদার বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। যখন সে রমনকে দেখিল তখন তাহার সব কিছু ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা হইল। হইবে নাই বা কেন? কারণ

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

তখন সে পূর্ণ যৌবনা। বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। তাহার সব ভালোবাসা পইবার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ, সমাজ মানুষকে বাঁচিতে দেয় না। কারণ ইহাতে তাহাদের সমাজ কলুষিত হইবে এই আছিলায়। যখন জমিদার বাড়ীতে এই খবর চাউর হইল তখন তাহাকে অতি সহজে কলোঙ্কিনী, চরিত্রহীন বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইল। আসলে সত্যিই কি তাই? সব বয়সে সকলেই ভালোবাসিতে পারে, শুধু তাই না একদিন তাহার এই ভালোবাসার পরিণতি হইল যে তাহাকে ভরা সমাজের সামনে তাহার বাড়ীর জ্ঞানী, গুলি লোকেরা চুল কাটিতে বাধ্য করিল তাহারা এখানেই ক্ষান্ত হন নাই তাহাকে সাদা থান জড়াইয়া গোটা সমাজের সামনে চরিত্রহীন বলিয়া অপমান করিয়া সমাজচ্যুতো করিল। রমন দাঁড়াইয়া সব কিছু দেখিল। কিন্তু প্রতিবাদ করিতে পারিল না। রাগে, দুঃখে তার অন্তর ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে সিদ্ধান্ত লইল আজই তাহাকে বিবাহ করিবে। করিল তাই, বিবাহ করিয়া সর্ব-সমক্ষে চিৎকার করিয়া বলিল মেয়েটি চরিত্রহীন নয়। স্বামীরা যদি স্ত্রী মরিয়া গেলে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে তবে মেয়েরা কেন চরিত্রহীন হবে?

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

সাক্ষাৎকার

অচেনা অতিথি প্রেস ক্লাবের কলমে

কবি- কৌশিক গোস্বামী (পূর্ব বর্ধমান)

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক)

নাম- কৌশিক গোস্বামী
পেশা- পৌরোহিত্য
জন্ম তারিখ- ১৯.১২.১৯৯৫
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

আপনার ব্যক্তিগত ও শুরুর দিক ঃ

প্রশ্ন (অচেনা অতিথি) ঃ আপনার জন্ম ও শৈশব কেমন ছিল?

উত্তর (কৌশিক গোস্বামী) ঃ খুবই ভালো ও মন্দের মতো ছিল, মায়ের অনুপ্রেরণাই আমি বড়ো হয়েছি।

প্রশ্ন ঃ সাহিত্যচর্চার শুরুটা কীভাবে হয়েছিল?

উত্তর ঃ প্রথমে আমি আবৃত্তি করতাম, তখন আমার মনে হতো আমি পত্রিকায় লেখা দেবো। আমার প্রথম আনন্দবাজার পত্রিকায় কালো পিঁপড়ে বাতাসা খাওয়া বেরিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ প্রথম লেখা/ প্রথম প্রকাশনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ আমার প্রথম লেখা ইস্কুলেতে 'চাই না যেতে মন'। খুবই অনুপ্রাণিত পেয়েছিলাম গুরুজনদের কাছ থেকে আমার দাদুর কাছ থেকে এবং মা তো সব সময়-এর অগ্রদূতের কান্ডারী।

সাহিত্য ও ভাবনা ঃ

প্রশ্ন ঃ কবিতা/ গল্প/ প্রবন্ধ- কোন্ ধারায় আপনি সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন? কেন?

উত্তর ঃ কবিতাকে আমি খুবই ভালোবাসি। আধুনিকতায় এক ট্রাজেডি হিসেবে ক্লাইম্যাক্স রূপে আমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। দেখেছি তোমাকে বাংলার কবিতার পাঁচালী থেকে এক দৃষ্টান্তমূলক ভাবনা হিসেবে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কাছে সাহিত্য মানে কী?

উত্তর ঃ আমার কাছে সাহিত্য হল এক রসাত্মক। "রসঃ আগমঃ সৃষ্টি", সৃষ্টি সুখের উল্লাসের মতো এক গতিকেন্দ্রিক। "শৃঙ্খলার হাসঃ বন্ধনের ন্যায়ের সৃষ্টি হলো সাহিত্য।"

প্রশ্ন ঃ লেখালেখিতে আপনার অনুপ্রেরণা কারা?

উত্তর ঃ লেখালেখিতে আমার অনুপ্রেরণা জননী জন্মভূমিশ্চঃ স্বর্গাদপী গরিয়সীঃ মা, / গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুঃ দেবঃ মহেশ্বর দাদু / পিতার।

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ বই বা লেখক আপনার সাহিত্য চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছেন?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/জীবনানন্দ দাস/জয় গোস্বামী প্রভৃতি লেখকদের সাহিত্য চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছেন।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

সংগ্রাম ও চ্যালেঞ্জ ঃ

প্রশ্ন ঃ লেখক জীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বা চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

উত্তর ঃ লেখক জীবনের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা আমি একজন সাহিত্যিক ও প্রফেসর হবো। আমি প্রচুর পরিশ্রম করি ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি মাকে নিয়ে পূজা পাঠ করে পরিশ্রমেনঃ ক্রিয়ন্তেঃ।

প্রশ্ন ঃ পরিবার ও সমাজ থেকে কীভাবে সমর্থন বা প্রতিবন্ধকতা পেয়েছেন?

উত্তর ঃ সবার থেকে সমর্থন পেয়েছি কিন্তু ঘৃণা ও হিংসাত্মকের আবেশ পেয়েছি। এছাড়া পেয়েছি প্রতিহিংসা।

সমকালীন সাহিত্য প্রসঙ্গে ঃ

প্রশ্ন ঃ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর ঃ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে আমি জ্ঞানের আলোড়ন নতুবা The accilion will be the poetry এক দৃষ্টান্তমূলক জ্ঞানের ভান্ডার দেখেছি।

প্রশ্ন ঃ তরুণ প্রজন্মের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার মত কী?

উত্তর ঃ মন্দ নয় ভালো। তবে গভীরে ঢুকতে হবে এক দৃষ্টান্তমূলক হতে হবে।

প্রশ্ন ঃ মুদ্রিত বই ও অনলাইন সাহিত্যচর্চার মধ্যে কোন্‌টা বেশী প্রভাবশালী বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ মুদ্রিত বই বেশি প্রভাবশালী বলে মনে করি।

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় কবিতা/গল্প/উপন্যাস কোন্‌টি এবং কেন?

উত্তর ঃ কবিতা। রোমান্টিকতার কবিতার মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি কবিতাকে।

প্রশ্ন ঃ আপনার লেখালেখিতে প্রকৃতি, সমাজ বা রাজনীতি— কোন্ বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়?

উত্তর ঃ প্রকৃতি বিষয়টি বেশি প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন ঃ আপনার সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রভাব কতখানি?

উত্তর ঃ দূর সীমান্ত কাহিনীর মতো। দূরের শেষটি এক দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবার মতো।

নতুন প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ ঃ

প্রশ্ন ঃ নতুন কবি/ লেখকদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর ঃ আরো তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে হবে। হৃদয়ঙ্গমের মতো লিখতে হবে কবিতাকে।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভবিষ্যৎ সাহিত্য পরিকল্পনা কী?

উত্তর ঃ আমি আরো বই পড়তে চাই, বই পড়ে নিজেকে প্রমাণ করে এক সাহিত্য নিরলসের ভাবনা আমার চোখের মণিকোঠায় দৃষ্টিকেন্দ্রিক রূপে আবির্ভূত হোক।

প্রশ্ন ঃ পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কী?

উত্তর ঃ We are proud of gargeous নতুবা পাঠকদের অভিনবত্বের সৃষ্টি নিরলস হয়ে উঠুক এক বসন্তে বাহারের মতো। "ফুল ফুটুক আজ বসন্তের মতো।

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

প্রবন্ধ

নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত প্রাবন্ধিক)

লোক শিল্প ঃ ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা শিল্প

টেরা অর্থ মাটি, কোটা অর্থাৎ তাই টেরাকোটা হচ্ছে পোড়া মাটির শিল্প। ভারতের পশ্চিম বাংলার বানপুর, মঙ্গলকোট, হরিনারায়ণপুর, মালদার জগৎজীবনপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, নদীয়ার শান্তিপুর, তেহট্ট ও পালপাড়া এসব স্থানে এই শিল্পের বহু নিদর্শন শিল্প রসিকদের প্রশংসা কুড়িয়ে আসছে বহুকাল থেকেই। এইসব স্থানে যে শিল্প নিদর্শন গুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি : নারী মূর্তি, বলরাম, বৌদ্ধজাতক, রাম সীতার মূর্তি, রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন ধরনের মূর্তি, খেলনা, ঘোড়ার গাড়ি বা গরুর গাড়ি ইত্যাদি। এছাড়াও এসব টেরাকোটায় দৃশ্যমান রাম-রাবণ, রাধাকৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, শিব-কালী, লক্ষ্মী-নারায়ণ সহ বিভিন্ন ফুল-ফল, লতাপাতা, পালকি আর পশু-পাখিরও মূর্তি আছে। এইগুলো বেশির ভাগই ছাঁচে তৈরি। কোন কোন মূর্তি আবার হাতেরও তৈরি। আমাদের পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় মন্দির-মসজিদে এসব নিদর্শন শিল্প রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবাংলার মালদার আদিনা-পাণ্ডুয়া, বাঁকুড়ার-বিষ্ণুপুর নদীয়ার শান্তিপুর, তেহট্ট, বীরনগর, হুগলী, দুই ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে এসব শিল্প নিদর্শনগুলো দেখা যায়। পোড়া মাটির এসব শিল্প কর্মে রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে। পোড়া মাটির এসব শিল্প কর্ম বাংলার লোক সমাজের লোকায়ত ভাবনা এক অনুপম অভিজ্ঞান হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। পোড়া মাটির প্রত্ন-নিদর্শন গুলোর সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- ১. আদিপর্ব ২. মধ্যপর্ব ৩. সমকালীন পর্ব। আদি পর্ব ও মধ্যপর্বের নিদর্শন গুলো সঙ্গে আধুনিক পর্বের এই নিদর্শন গুলির পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যপর্বেও পোড়া মাটির কাজে স্থূল রুচির দেখা মিললেও আধুনিক পর্বে তা অনুপস্থিত। আধুনিক কালের শিল্পীদের শিল্পকর্ম সূক্ষ্ম ও মসৃণ। আমাদের রাজ্যের অনেক জায়গায় পাথর দুষ্প্রাপ্য। ফলে লোক শিল্পীরা সহজ প্রাপ্য মাটির ওপর নির্ভর করেছে স্বাভাবিক ভাবেই। লোক শিল্পীরা হাতের কাছে পাওয়া মাটি দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি তৈরি করে শুকানোর পর তা রং করেছে এবং শিল্প কর্মগুলোকে স্থায়িত্ব দান করার জন্যই পরে পোড়ানো হয়েছে। এর ফলে পোড়া মাটির শিল্প কর্ম পেয়েছে দীর্ঘস্থায়ী একরূপ। লোক শিল্পীর প্রস্তুত শিল্প কলানুগ রীতির অনুশাসনে আবদ্ধ না থেকে নিজের স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার আলোকে মনের তাগিদে তৈরি করেছে এসব পোড়ামাটির নানা মূর্তি ও পুতুল। মুসলিম শাসনের পূর্ব থেকেই বাংলার এ শিল্পের প্রচলন ছিল। এ দেশের শিল্পীদের যে টেরাকোটা বা পোড়া মাটি শিল্পে পূর্ণ অধিকার ছিল তার সমর্থন মেলে। এ পর্বে যে ক'টি ইটের মন্দির বা মসজিদ এখনো বর্তমান তার মধ্যে মালদার গৌড়ের তাঁতি পাড়া মসজিদ (১৪৭৫ - ৮০) কদম রসুল মসজিদ (১৫৩১) দাখিল দরওয়াজা (১৫০০) পাণ্ডুয়া একলাখি ভবন (১৪১২-১৫) আদিনার টিপ্পা (১৩৫৮-৯০) নামের কাজে টেরা কোটার অলংকরণ দেখা যায়। পোড়ামাটির মন্দির ভাস্কর্য স্থাপত্য শিল্পরীতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের প্রথম যুগ, অষ্টাদশ শতক মধ্যযুগ এবং উনিশ শতক নব্যযুগ, প্রথম যুগ মূর্তিগুলোকে সরাসরি স্থাপন না করিয়ে পাশ থেকে দেখানো হয়। এসব মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি স্থূল ভাবে গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবে খোদাই করা। এগুলোর কি নিদর্শন দেখা যায় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের শ্যামরাই মন্দিরে (১৬৪৩) হুগলীর বাঁশ বাড়িয়ার শিব মন্দির (১৬৩৩) নদীয়ার শ্রীকৃষ্ণ জিউ মন্দির কাঞ্চন পল্লী (১৭৮৬) পালপাড়া এক রত্ন কালী মন্দির (১৭০০) নিগমগরের বাণেশ্বর মন্দির (১৭০০) ও শ্যাম রায় মন্দির (১৭১০) ইত্যাদি। মধ্যযুগের মূর্তিগুলোর রীতি অনেকটা শিথিল। আর নব্য যুগের দিকে দৃষ্টি দিলে এ শিল্পরীতিতে কে ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়। ইউরোপীয় প্রভাব পড়ায় এ যুগের অনেক শিল্প লোকজ প্রভাব অস্বস্তিত। এখানে স্থান করে নিয়েছে সামরিক পোশাক-পরিচ্ছদ-সাহেবিয়ানা এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের চিত্র খুব মজার বিষয় যে, এ সব মৃৎভাস্কর্যে এখন পর্যন্ত কোন লোনা ধরেনি। এখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, লোকশিল্পীদের মাটি চিনে নেবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান না থাকলেও তাদের জ্ঞান বুদ্ধি সকলের প্রশংসা পাবার যোগ্য। মাটি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি উজ্জ্বল যৌগের উপস্থিতি লোনা ধরায়। যে মাটিতে উক্ত যৌগ থাকে, সেখানে লোনা ধরতে পারে না। শিল্পীরা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চোখ দিয়ে মাটি নির্বাচন করে তা দিয়ে শিল্প তৈরি করার পরে সেগুলোকে ভাঁটি বা পৌনে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পুড়িয়ে তৈরি করেছেন এসব নান্দনিক মূর্তি। মৃৎ শিল্পীরা তাদের টেরাকোটার মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করেছেন। এর মধ্যে পুরাণকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের ও রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক। রামায়ণ ও কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কাহিনীর নানান মূর্তি ও চিত্র। লোকায়ত জীবনকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে গৃহ-সাজ-সজ্জার নানা উপকরণ, ফুল-ফল, পুতুল, হাঁড়ি-কলসি, লতাপাতা, ঘট, বিভিন্ন মুখোশ ইত্যাদি। বিভিন্ন ভঙ্গিতে নারী মূর্তি কর্মকেন্দ্রিক জীবনের নানা দৃশ্য পশুপাখি কেন্দ্রিক নানা পুতুল ইত্যাদি। এসব মূর্তি তৈরির পিছনে শিল্পীরা আদি যাদু-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলেই মনে হয়। শিল্পীরা অনেক সময় মনের তাগিদে তাদের শিল্পকর্ম তৈরি করে। তাই অনেক ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করা যায় না। বাধা ধরা কোন নিয়মই শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে নির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত জীবনের লোক জীবনকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে গৌরব মণ্ডিত টেরাকোটা শিল্প। শিল্প তার নিজস্ব গুণেই প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি টিকে থাকবে।

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633

কবিতা

সত্যনারায়ণ সৎপথী

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

সপ্ত ডিংগায়

আমি চলে যাই মনতরণীতে ভেসে।
মানস ভ্রমণে বেরিয়েছি আজ,
চাঁদনী রাতের শেষে।
কাস্পিয়ানের বুকে,
মানস তরণী ভেসে চলে দূর
সপ্ত ডিংগার দিকে।
কবি মন খুশি।
হা, হা, করে হাসি।
সপ্ত ডিংগায় এসে।
সে দ্বীপবাসিনী, পল্লীবালিকা,
দ্রুত কাছে ছুটে আসে।

———

কবিতা

দ্বিজেন দাস

(অচেনা অতিথি সাহিত্য সম্মান প্রাপ্ত কবি)

লাল কার্ড

অকারণে লালকার্ড দেখে কেন জার্সিতে
মুখ ঢেকে মাঠ ছাড় খেলোয়াড় ?
জার্সি সরিয়ে নাও মাথা উঁচু করে হাঁটো
গ্যালারির দিকে চোখ মেলো আর।।
বিষণ্ণ কত লোক, চোখে মুখে বিস্ময়
সামান্য ভুলে এই বহিষ্কার,
ঘটনাটা রেফারির অগোচরে ঘটেছে
ব্যাপারটা বোঝা যায় পরিষ্কার।।
বল নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি কেন গেলে করতে
থ্রো লাইনের বাইরে গিয়ে ?
বিপক্ষ পড়ে গেল তলদেশে হাত দিয়ে
আঘাত প্রাপ্ত যেন হয়ে।।
এরপরে আর যেন গরম কোর না মাথা
অনেকেই করে থাকে অভিনয়,
তোমার জন্য দল ভুগুক তা হয় না
এরপর গুঁতোগুঁতি, কভি নয়।।

———

অচেনা অতিথি মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখা দিন।
MB & WA : 9679856633